শোনো হে কিশোর

সামি খান
সৈয়দ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন

শোনো হে কিশোর

সামি খান
সৈয়দ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

শোনো হে কিশোর

সামি খান
সৈয়দ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন

প্রকাশনায়
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য : ১৭০/-

ISBN: 978-984-8254-51-6

Shono He Kishor by Sami Khan & S. M. Jalal Uddin,
Published by Guardian Publications, Price 170 TK Only.

হে কিশোর প্রজন্ম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করছি, রাব্বুল আলামিনের মেহেরবানিতে পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে সুস্থ আছ, ভালো আছ। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত করতে প্রত্যাশিত মানে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছ।

তোমরা কি কখনো নিজেদের ওজন মেপে দেখেছ? নিশ্চয়। কত কিলোগ্রাম ওজন তোমার বলো তো? ২৫, ৩০, ৪০ কিংবা ৫০ কিলোগ্রাম। হয়তো এসবের কিছু কম, নয়তো একটু বেশি। এই ওজন নিয়ে ভাবতে ভাবতে এক গুরুত্বপূর্ণ ওজনের কথা ভুলে যাও, খেয়াল করেছ কখনো? বিশ্বাস করো, শরীরের ওজনের চেয়ে শতগুণ ভারী ওজন তুমি বয়ে চলেছ একান্ত সঙ্গোপনে, অজ্ঞাতসারে। পুরো দুনিয়ার একটা অংশের ভার বইছ তুমি! জি, তুমিই। কারণ, আগামীর পৃথিবীর পরিচালক তো তুমিই! কোটি কোটি বনি আদমকে পথের দিশা দেবে তুমিই, তোমরা। তোমাদের দায়িত্ব ও কতর্ব্যের বোঝা অনেক অনেক ভারী, বেশ ওজনদার।

নিজেকে কখনো আয়নার সামনে উপস্থাপন করে আত্মবিচার করেছ? আগামীর প্রথিবীকে পরিচালনা করতে আদৌ কি প্রস্তুতি নিচ্ছ? মনে রেখ, প্রস্তুতি না নিয়ে উপায় নেই। পথ দুটো; হয় সচেতনভাবে যোগ্য হয়ে বেড়ে উঠে দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে নেতৃত্ব দেবে, অন্যথায় যোগ্যদের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বের শৃঙ্খলে জিঞ্জিরাবদ্ধ হবে। সিদ্ধান্ত তোমার। প্রভাবক হয়ে উঠবে, নাকি বশ্যতা স্বীকার করবে? নেতৃত্ব দেবে, নাকি আনুগত্যের শিকল পরবে?

তোমাদের জন্য আমরা এই গ্রন্থে কিছু উপদেশ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। আধুনিক পৃথিবীর নানামুখী সংকট উতরে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে এই কথামালা তোমাদের নিশ্চয় কিছুটা সহযোগিতা করবে। স্থিতধী মন নিয়ে গ্রন্থটি আত্মস্থ করার অনুরোধ করছি। তোমাদের জন্য এই গ্রন্থটি লিখেছেন দুজন খ্যাতিমান প্রকৌশলী। প্রথম পর্ব ইঞ্জিনিয়ার সামি খান-এর *A Muslim Boy's Guide to life's Big Changes* বইয়ের অনুবাদ এবং দ্বিতীয় পর্ব লিখেছেন ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন। এ দুটি পর্ব একসাথে *শোনো হে কিশোর* নামে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা দারুণ উচ্ছ্বসিত। এই গ্রন্থে দুই ইঞ্জিনিয়ার সুন্দর বাড়ি-গাড়ি নির্মাণের মতো তোমাদের জীবনকে সুন্দর করার পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন।

আমরা আশা করছি, গ্রন্থটি তোমাদের চিন্তাজগতে পরিবর্তন আনবে ইনশাআল্লাহ। ভালো থেকো। তোমাদের আগামীর দিন হোক সুন্দর ও সাবলীল। তোমাদের নেতৃত্বেই এই জাতি আলোর পথের দিশা পাবে, ইনশাআল্লাহ।

তোমাদের ভাই
নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

লেখকের কথা

সামি খান

প্রিয় কিশোর ভাইয়েরা,

আসসালামু আলাইকুম।

তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তোমরা আর ছোটো বালক নও। তোমরা কিশোর এবং যৌবনের দিকে এগিয়ে চলেছ।

তোমাদের মনের আকর্ষণবোধ ও কার্যক্রমে আসছে পরিবর্তন। তোমরা চাও বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করতে। তোমরা অনুভব করো প্রচণ্ড কর্মশক্তি এবং নিজের জীবনে অনেক কিছু করার চিন্তা ও চেষ্টা করো। এটি জীবনের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত উদ্দীপনাময় সময়। জীবনের এই বছরগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষামূলকও বটে। এ সময়ে তোমরা স্কুলজীবন এবং বন্ধুবান্ধবের মাঝে পরিবার থেকে ভিন্ন পরিবেশ অনুভব করতে পারো; এমনকী আচার-আচরণ এবং চাল-চলনে বিব্রতবোধ করতে পারো, ভুলও করতে পারো।

জীবনের পরিবর্তনশীল উদ্দীপনাময় এই বছরগুলোতে মুসলিম কিশোর ও যুবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে এই বই তোমাদের সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ– জীবনের প্রতিটি কাজ করার আগে একটু থামো! চিন্তা করো এবং নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করো, কেন এই কাজ করবে।

আল্লাহপাক তোমাদের আগামী বছরগুলোতে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং তোমাদের কাজকে সহজ করে দিন। আমিন।

সামি খান

লেখকের কথা

সৈয়দ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন

প্রিয় কিশোর ভাইয়েরা,
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ।

আল্লাহ তোমাদের শান্তি ও কল্যাণ দান করুন। তাঁর রহমতের ছায়াতলে তোমাদের আশ্রয় দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম প্রিয় নবিজি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। নবি ﷺ তোমাদের মতো কিশোর ও যুবকদের জীবন সুখী ও সুন্দর করার জন্য অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, দিয়েছেন সুন্দর সুন্দর উপদেশ। কিশোর ও যুবকদের জীবন গঠনে সাহায্য করা একটি সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে এই বইটি তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

অফিসের কাজে আমাকে প্রায় বিভিন্ন দেশে যেতে হয়; বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে।

যেখানে যাই, কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই দেশের মানুষ বিশেষ করে মুসলমানদের অবস্থা জানার চেষ্টা করি। ইউরোপ ও আমেরিকায় মুসলমনরা মসজিদভিত্তিক ইসলামিক সেন্টার গড়ে তুলেছে। সেখানে লাইব্রেরি, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিনোদন কেন্দ্র এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সুবিধা আছে। এ রকম একটা কেন্দ্র লন্ডনের হাইড পার্কে অবস্থিত মসজিদ। সম্প্রতি এক সফরে লন্ডন গেলে সেখান থেকে *A Muslim Boy's Guide to life's Big Changes* বইটি ক্রয় করি।

বইটি পড়ে অত্যন্ত খুশি হই। কারণ, এখানে লেখক কিশোরদের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করে তাদের করণীয় কাজ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বইটি বাংলাভাষী মুসলিম কিশোরদের জীবন গঠনে অত্যন্ত সহায়ক।

তাই অনুবাদের উদ্যোগ নিই। হুবহু অনুবাদ না করে আমাদের কিশোর ও যুবকদের অবস্থা সামনে রেখে অনুবাদের সাথে সাথে সম্পাদনার কাজও করি।

তা ছাড়া আমাদের দেশের সমস্যাগুলো হলো– জীবনযাত্রার নিম্নমান, পেশাগত দুর্বলতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ইত্যাদি। এই কারণে আত্মনির্ভরশীল কিশোর ও যুবক হিসেবে জীবন গঠনের জন্য নৈতিক ও আদর্শিক guidance-এর সাথে আরও কিছু বাস্তবধর্মী guidance-এর প্রয়োজন অনুভব করেছি। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে বইটিকে দুভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগের মূল লেখক সামী খান। তিনি কিশোর বয়সে পরিবর্তনের ব্যাপারগুলো নিয়ে করণীয় কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগ আমার লেখা। এখানে জীবনের শুরুতেই

তোমাদের কর্মঠ, আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে জীবন গঠনে অভ্যস্ত হওয়ার তাগিদ দিয়েছি। এ ছাড়া লেখাপড়া, পেশা নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি।

পরিশেষে একটি বক্তব্যে দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পবিত্র মক্কা শরিফে মসজিদুল হারামে এক জুমার খুতবায় ইমাম সাহেব এই বক্তব্যটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'আজকের পৃথিবীতে কোনো দুর্বল জাতির স্থান নেই।'

দুর্বলতা দু-ধরনের–

১. আদর্শিক দুর্বলতা এবং

২. জাগতিক উপায়-উপকরণের দুর্বলতা।

আমাদের কাছে আছে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল পরিপূর্ণ জীবনবিধান– ইসলাম। এ ধরনের উন্নত জীবন-দর্শন দুনিয়ার অন্য কোনো জাতির কাছে নেই। এ আদর্শের পূর্ণ অনুসারী হয়ে আমরা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারি। পারি অশান্ত মানবতাকে ইসলামের শান্ত-শীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিতে। আমাদের দুর্বলতা শুধু ইসলামকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে।
তোমরা যদি গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে কুরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন ও সে অনুযায়ী কাজ করে রাসূল ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদিনের মতো চেষ্টা করো, তাহলে আগামী দিনের সুখী সমাজ তোমরাই গড়ে তুলতে পারো।

এ ছাড়া জাগতিক উপায়-উপকরণের দুর্বলতা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতা প্রত্যেক জাতিকে দুর্বল করে ফেলে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশগুলো এসব ক্ষেত্রে শুধু দুর্বলতাই কাটিয়ে উঠেনি; বরং উন্নতির চরম শীর্ষ স্থানে পৌঁছেছে। অন্যদিকে আমরা এ বিষয়ে সিরিয়াস নই। এই কারণে, মুসলিম বিশ্বের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদকে আমরা মানবজাতির কল্যাণে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারছি না।

যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানও চর্চা করেছিল, ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল। আজও মুসলিম জাতি মানবতার কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। প্রয়োজন শুধু ইসলামকে পূর্ণভাবে অনুসরণ এবং পূর্বপুরুষদের মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করা। আমাদের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও জন-সম্পদকে মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে তোমরা একটুও অবহেলা করবে না। চিন্তা করে দেখ– বাস, ট্রেন, গাড়ি, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, হাসপাতালের যন্ত্রপাতি, ওষুধ, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বানানোর ফলে মানবজাতির জন্য কত কল্যাণকর হয়েছে।

আল্লাহপাক বলেছেন–

> ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে।’

আল্লাহ তোমাদের ভালো মুসলমান হওয়ার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের তাওফিক দিন। আমিন।

> ‘প্রভু হে! আমাদের সন্তানদের দিয়ে আমাদের চক্ষু শীতল করো এবং তাদেরকে বিশ্বাসীদের নেতা বানিয়ে দাও।’ সূরা ফুরকান : ৭৪
>
> ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও; যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সূরা আত-তাহরিম : ৬

বিনীত

সৈয়দ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন

জেদ্দা, সৌদি আরব

জিলহজ, ১৪২৮ হিজরি

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

তোমার ঈমান	১৭
তোমার বন্ধু	২৪
তোমার সময়	২৭
কীভাবে তুমি আল্লাহর প্রিয় হবে	৩১
তোমার চারপাশের লোকজন	৩৫
তোমার পরিচয়	৪০
তোমার শারীরিক পরিবর্তন	৪৩
শরীরের যত্ন নাও	৪৫

দ্বিতীয় পর্ব

তোমার জীবনের বিধান	৫১
মানবতার প্রয়োজনে ইসলাম	৫৪
জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করো	৬২
পেশা নির্বাচন এবং পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করো	৬৯
তোমার সময়ের পরিকল্পনা ও নিয়মানুবর্তিতা	৭২
জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ ঠিক করে নাও	৭৫
তোমার চরিত্র গঠন	৭৮
সমাজসেবার কাজে অংশগ্রহণ করো	৮০
ইসলামি সংগঠনের সাথে থাকো	৮৪
মুসলমানদের এবং অন্য জাতির সাথে তোমার সম্পর্ক	৮৭
নিজের কাজ নিজে করো এবং পিতা-মাতার কাজে সাহায্য করো	৮৯
জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হও	৯১
চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করো	৯৫
শেষ কথা	৯৯
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা	১০১

প্রথম পর্ব

তোমার ঈমান

ঈমান হলো মনের বিশ্বাস। মানুষ অন্তরে যা বিশ্বাস করে, কাজ করার ক্ষেত্রে সেটাই অনুসরণ করে। তবে জীবন পরিচালনার জন্য মানুষ কোনো না কোনো বিশ্বাসকে নিজের জন্য ঠিক করে নেয়। কেউ বিশ্বাস করে, জগতে হাজারও স্রষ্টা আছে। কেউ বিশ্বাস করে– কোনো স্রষ্টাই নেই, এই বিশ্বজগৎ এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর তাকে আবারও পুনর্জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হবে। আবার কেউ বিশ্বাস করে– মৃত্যুর পর আর কোনো জীবনই নেই, পরকাল বলতেও কিছু নেই; এই জীবনেই শেষ জীবন। সুতরাং মানুষ দুনিয়াতে ভালো কাজ করুক আর মন্দ কাজ করুক, তার কোনো পুরস্কার বা শাস্তিও নেই। এদের বলা হয় নাস্তিক। এ রকম বিশ্বাসী লোকেরা খুবই অত্যাচারী হয়। মনে যা চায় তাই করে। ভালো-মন্দের কোনো তোয়াক্কা করে না। কেননা, তারা তো বিশ্বাসই করে– তার এসব মন্দ কাজের হিসাব হবে না!

আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সবকিছু শোনেন, দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই; সবই বর্তমান। তিনি আমাদের মালিক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ। আমরা তাঁর গোলাম বা দাস।

আমরা আরও বিশ্বাস করি– এই জীবনেই শেষ জীবন নয়; মৃত্যুর পর আমাদের জীবন দেওয়া হবে। তবে সেটা দুনিয়ায় নয়, অন্য এক জগতে। তার নাম পরকাল বা আখিরাত। সেখানে মানুষের জীবনের সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে। যারা ভালো কাজ করেছে, তাদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে জান্নাত; যার শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। সেখানে কোনো মৃত্যু নেই। মানুষ সেখানে যা চাইবে তা-ই পাবে।

আর যারা খারাপ কাজ করবে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; যার নাম জাহান্নাম। সেখানে মানুষকে লাকড়ি বানিয়ে আগুন জ্বালানো হবে। উত্তপ্ত আগুনে মানুষ পুড়ে ছাই হবে। তাকে আবারও সুস্থ করে আবার পোড়ানো হবে। এভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে, যার কোনো শেষ নেই।

আমরা আরও বিশ্বাস করি, আল্লাহ যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য অনেক নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে ভালো ও সঠিক পথে ডাকতেন। সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের মধ্য দিয়ে নবি আসার দরজা বন্ধ হয়েছে। তিনিই সর্বশেষ নবি, তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না।

এই বিশ্বাসগুলোই হলো মুসলিমদের ঈমান। মুসলিম হতে হলে এগুলো ছাড়াও আরও কিছুর বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হয়। সেগুলো হলো–

- **কিতাবের ওপর বিশ্বাস :** আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নবিদের কিতাব দিয়েছেন। সেখানে মানুষের জন্য ভালো-মন্দ পথ বা পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ নাজিলকৃত কিতাব হলো আল-কুরআন, যা আমাদের নবি মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর নাজিল হয়েছে; এটাই চূড়ান্ত কিতাব।

- **ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস :** ফেরেশতাদের ভালো নাম মালাইক। তারা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তাদের একেকজনের একেক দায়িত্ব। যেমন : আমাদের কাজগুলো লেখার জন্য দুজন মালাইক রয়েছেন। আমরা যাই করি না কেন, সবকিছুই তারা লিখে রাখেন; এমনকী হাঁচি দিলেও লিখে রাখেন। এটাই তাদের দায়িত্ব। আবার একজন মালাইক রয়েছেন, যার দায়িত্ব মানুষের জান কবজ করা। তাকে বলা হয় মালাকুল মউত বা মৃত্যুর ফেরেশতা।

- **তাকদিরের ওপর বিশ্বাস :** আল্লাহর কাছে যেহেতু ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই, সবকিছুই বর্তমান। তাই মানুষ ভবিষ্যতে কী করবে, তা তিনি ভালো করেই জানেন। আর এই জানা কথাগুলোই তিনি একটা জায়গায় লিখে রেখেছেন। এটাকেই বলা হয় তাকদির। তাকদিরের ওপর বিশ্বাস আনতে হয়।

যে জীবনব্যবস্থায় ঈমান এনে আমরা মুসলমান হয়েছি তার নাম 'ইসলাম'। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'শান্তি' এবং 'আদেশ মেনে চলা'। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আদেশ মেনে জীবনযাপন করে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তিতে থাকা। ইসলামি জীবনব্যবস্থা পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত–

১. শাহাদাহ : ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়া।
২. সালাত (নামাজ) : দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়।
৩. সাওম (রোজা) : রমজান মাসে সাওম পালন।
৪. হজ : জিলহজ মাসে বায়তুল্লাহ শরিফে হজ করা।
৫. জাকাত আদায়।

এই বয়সে তোমার শাহাদাহ, সালাত ও সাওম সম্পর্কে অনেক সচেতন থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল– এই স্বীকৃতি দেওয়ার নামই শাহাদাহ।

শাহাদাহর প্রথম অংশ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান, যাকে ইসলামের পরিভাষায় 'তাওহিদ' বলা হয়। এর অর্থ– আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক বা পরিবার নেই। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টির কোনো জিনিস তাঁর মতো নয়।

বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার নিয়ে অনেক গর্ব করা হয়; এমনকী অনেক সময় আল্লাহকে অমান্য করতেও দেখা যায়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে– আল্লাহর সৃষ্টি এই সুন্দর বিশ্বজগতের কোনো উপাদান ছাড়া এসব বিজ্ঞানী একটি জিনিসও আবিষ্কার করতে পারেনি।

আল্লাহর একত্ববাদ বোঝার জন্য তাওহিদের বিপরীত ধারণা 'শিরক' সম্পর্কেও তোমার জানতে হবে। 'শিরক' হলো এক আল্লাহকে বিশ্বাস না করে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা। এটা অত্যন্ত জঘন্য ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কাজেই সব সময় মনে রাখবে– আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী বন্ধু। সর্বাবস্থায় তাঁর ওপরই নির্ভর করবে।

শাহাদাহর দ্বিতীয় অংশ হলো– মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া। তিনি আমাদের একমাত্র অনুসরণযোগ্য নেতা। জীবনের সকল কাজকর্মে তাকেই অনুসরণ করবে। তাঁর নীতি ও শিক্ষা-দীক্ষার বিপরীত কার্যক্রম নিয়ে যত বড়ো নেতাই আসুক না কেন, তাদের অনুসরণ করবে না। যারা সকল কাজকর্মে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করে না, তারা তোমার নেতা হতে পারে না।

ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। এ ছাড়াও ঈমানের আরও কিছু জরুরি বিষয় আছে, যেগুলো একটু আগেই তুমি জেনেছ। যেমন : ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা, কুরআনসহ যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ যেসব কিতাব পাঠিয়েছেন, তার প্রতি ঈমান আনা, আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

কুরআনের প্রতি ঈমান

মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ কুরআন নাজিল করেছেন। এ কিতাবে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আমি এ কুরআনে কোনো কিছুই বাদ দিইনি।' সূরা আনআম : ৩৮

কুরআন বুঝে পড়া এবং কুরআনের শিক্ষানুযায়ী কাজ করা কুরআনের প্রতি ঈমান পূর্ণ করার জন্য জরুরি। অনেক সময় দেখা যায়– মানুষ না বুঝে কুরআন পড়ে। তোমরা একটি সাধারণ বইও না বুঝে পড়ো না, তাহলে দুনিয়ার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস কুরআন কেন না বুঝে পড়বে? অবশ্যই কুরআনকে বুঝে পড়বে। বাংলা অনুবাদ ও তাফসির পড়ে কুরআন বোঝা সহজ।

পরকালের প্রতি ঈমান

ঈমানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরকালের প্রতি বিশ্বাস। মৃত্যুর পর মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। প্রত্যেক মানুষের ভালো-মন্দ সব কাজ হিসাব করা হবে। তারপর পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে অথবা শাস্তি হিসেবে জাহান্নামে পাঠানো হবে। কাজেই তোমার প্রতিটি কাজ সঠিক হচ্ছে কি না, তা হিসাব করে সতর্কতার সাথে করবে। আল্লাহপাক শেষ বিচারের দিন দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তবে যারা ভালো কাজ করেন এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন, তারা বিনা হিসাবেই জান্নাতে যাবেন।

সালাত

আল্লাহ আমাদের অনেক নিয়ামত দান করেছেন। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁকে কতই-না ভালোবাসি। এই ভালোবাসা প্রকাশের সেরা উপায় হলো– 'সালাত' (নামাজ)। তুমি অবশ্যই দৈনিক পাঁচবার যথাসময়ে নামাজ আদায় করবে। নামাজে দেহ, মন, মস্তিষ্ক– সবকিছুরই সমন্বয় করতে হয়। নামাজে মনের একাগ্রতার সাথে সাথে যা পড়া হচ্ছে, তা বোঝা ও উপলব্ধি করাও জরুরি। এ জন্য তুমি নামাজে যা তিলাওয়াত করো, তার অর্থ জেনে নেবে এবং তিলাওয়াতের সময় অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে।

বিশ্রামের আগে ও পরে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে সারা দিন-রাত নামাজকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, আমরা যেন সালাতের মাধ্যমে সব সময় আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে, কাজকর্মে আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে পারি। এ ছাড়া একটু পরপর আমরা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা চাইতে পারি। সেইসঙ্গে অপরাধগুলোর জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

> 'যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ হলো, সে ওই ব্যক্তির মতো, যে তার সকল সম্পদ হারাল।' ইবনে হাব্বান

সাত বছর বয়স থেকে নামাজ শুরু করা উত্তম। দশ বছর হলে অবশ্যই নামাজ নিয়মতি আদায় করতে হবে। যারা এখনও নিয়মিত নামাজ আদায় করো না, তারা আর দেরি না করে নামাজ শুরু করে দেবে। তাহলে যা কিছু বাদ পড়ে গেছে, দয়াময় আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন।

নামাজ যখন খুশি তখন নয়; প্রত্যেক নামাজই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়তে হবে। তুমি দৈনন্দিন রুটিনের সাথে নামাজকে যোগ করবে। ঘরে, বাইরে, স্কুলে যেখানেই থাকো না কেন, নামাজের সময় হলে নামাজের প্রস্তুতি নেবে। সব সময় মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করার চেষ্টা করবে। আর হ্যাঁ, মসজিদে যাওয়ার সময় বন্ধু-বান্ধব, ভাই, পিতা ও নিকটস্থদের ডাকতে কখনো ভুলবে না। সূর্যোদয়ের আগে ফজরের নামাজ পড়তে হয়। ভোরের আজান তোমাকে

ঘুম থেকে উঠতে সাহায্য করবে। ঘড়ির অ্যালার্ম টাইমও সেট করে রাখতে পারো। তা ছাড়া আব্বু-আম্মু, ভাই-বোনদের সাহায্যও নিতে পারো।

'জোহরের' নামাজের সময় সাধারণত তুমি স্কুলে থাকো। প্রায় স্কুলে মসজিদ অথবা নামাজের ব্যবস্থা আছে। তুমি নিজে নামাজে যাবে এবং বন্ধুদেরও সাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

'আসরের' নামাজের সময় যখন হয়, তখন সাধারণত তুমি খেলার জন্য তৈরি হও। তাই বের হওয়ার সময় অজু করে বের হবে। আগে নামাজ আদায় করে তারপর খেলতে যাবে।

'মাগরিব' ও 'এশার' সময় তুমি প্রায়ই ঘরে থাকো। তখন মসজিদে যাওয়ার সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

'জুমার' নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজে এবং সম্ভব হলে পিতা, ভাই ও বন্ধুদের সাথে নিয়ে মসজিদে যাবে। মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনবে, বুঝতে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা করবে। কোনোভাইবেই খুতবা চলাকালীন কথা বলা যাবে না। মনে রাখবে– সপ্তাহের এই দিনটি আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিলিত হওয়ার, কুশলাদি জানার সুবর্ণ সুযোগ। এর সাথে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোরও সুযোগ পাওয়া যায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

> 'অলসতা করে যে পরপর তিনটি জুমা হারাল, আল্লাহ তার অন্তরে তালা লাগিয়ে দেন।' তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ি

সাওম (রোজা)

আল্লাহর নৈকট্য লাভের আরেকটা উপায় হলো রমজান মাসে পূর্ণ একমাস রোজা রাখা। যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথেই তোমাকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে, তবে ছোটো থেকেই রোজা রাখার অভ্যাস করা উত্তম। রোজা আমাদের অনেক কিছু শেখায়। সারাদিন না খেয়ে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টের মাধ্যমে আমরা ক্ষুধার্তদের কষ্ট বুঝি। অভাবী মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য দান-খয়রাত করতে শিখি। তবে মনে রাখতে হবে– নিয়তের পবিত্রতা, কথা ও কর্মের সততা ছাড়া রোজা পূর্ণ হয় না।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

> 'যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা ও প্রতারণা ত্যাগ করে না, তার পানাহার ত্যাগ আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' মুসলিম

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো, সমাজের সকল অশান্তির মূল মিথ্যা ও প্রতারণা। এগুলো দূর হলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। রোজা মানুষকে এই মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকতেও প্রশিক্ষণ দেয়।

রমজানকে কুরআনের মাস বলা হয়। কারণ, এ মাসেই আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাজিল করেছেন। রাসূল ﷺ রমজান মাসে কুরআন খতম করার জন্য উৎসাহিত দিয়েছেন। মসজিদে তারাবির নামাজের মাধ্যমে কুরআন খতম করা হয়। তুমি এই নামাজের জন্য মসজিদের যেতে চেষ্টা করবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন– 'আল্লাহ যৌবনকালের ইবাদতে অধিক সন্তুষ্ট হন।' বুখারি
তাই জীবনের শুরু থেকেই তোমরা নিয়মিত নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতে মনোযোগী হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথামতো চলো।' সূরা আনফাল : ১